দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 2 2 JAN 2007
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

চলনবিলে নৌকা স্কুলঃ একটি অনন্য দৃষ্টান্ত

চেষ্টা করিলে মানুষ অনেক ভাল কাজই করিতে পারে। সাধ আছে, সাধ্য নাই। তাই বলিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। বাংলাদেশ এমনিতেই নদীমাতৃক দেশ। তারপর দেশের বিশাল ভাটি অঞ্চল ছাড়াও বহু জেলায় রহিয়াছে বিরাট আকারের বিল-হাওড়। বর্ষার সময় এই সব এলাকা দেশের অন্য সব এলাকা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ছোটবড় দ্বীপের আকার ধারণ করে। অনেক দ্বীপ এলাকায় যাতায়াতের একমাত্র মাধ্যম নৌকা। বছরের ছয়-সাত মাসই এলাকাগুলি সমভূমি হইতে থাকে বিচ্ছিন্ন। ইহাছাড়া বর্ষা মৌসুম আসিলে অনেক এলাকা ডুবিয়া যায়। এই সময়টায় অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকে। স্বাভাবিকভাবেই সেই এলাকার শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হয়। অথচ একটা দিন, একটা মাস যদি শিক্ষার আলো হইতে নতুন প্রজন্ম বঞ্চিত হয় তাহা হইলে আগামীতে তাহারা পিছাইয়া পড়িতে বাধ্য। এখানেই নৌকা স্কুলের ভূমিকার কথা আসিয়া পড়ে।

সম্প্রতি সহযোগী একটি জাতীয় দৈনিকে নৌকা স্কুল সম্পর্কিত একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত প্রতিবেদনটিতে বলা হইয়াছে যে, নাটোরের চলনবিল এলাকায় নৌকা স্কুল দিন দিন জনপ্রিয়তা লাভ করিতেছে। শিক্ষাদান পদ্ধতির দৃষ্টিকোণ হইতে ইহা অভিনব নিঃসন্দেহে। তবে দেশে এই ধরনের স্কুলের প্রয়োজনীয়তাও কম নহে। জানা যায়, 'সিধূলাই স্বনির্ভর সংস্থা' নামক একটি স্থানীয় এনজিও'র মাধ্যমে নাটোর, পাবনা ও সিরাজগঞ্জের চলনবিল অধ্যুষিত এলাকায় নৌকা স্কুলের কার্যক্রম পরিচালিত হইতেছে। ইহার ফলে নদ-নদী, খাল-বিল ও জলাশয় তীরবর্তী প্রত্যন্ত গ্রামীণ জনপদের ভূমিহীন, কৃষক ও অবহেলিত পরিবারের ছেলে-মেয়েরা নদীপথে শিক্ষা, তথ্য ও প্রযুক্তি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করিতে পারিতেছে। ইহার মাধ্যমে তাহারা জীবনযাত্রার উন্নতি করিতেও সক্ষম হইয়াছে।

জানা যায়, চলনবিলে এ ধরনের নৌকা স্কুল রহিয়াছে ৮৮টি। এখানে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি বৃদ্ধির হার ৩৫ ভাগ। নৌকা স্কুলগুলি চলনবিল এলাকার ৮৭ হাজার পরিবারের নিকট তাহাদের সেবা পৌছাইয়া দিতেছে। সাধারণত নৌকা স্কুলের নৌকাগুলি বিশেষভাবে নির্মিত। ইহাতে স্কুল, লাইব্রেরি এবং কম্পিউটার ও অন্যান্য ট্রেনিং কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আছে পর্যাপ্ত জায়গা। নৌকায় শিক্ষার্থীদের স্বাভাবিক চলাচলের নিমিত্ত নির্দিষ্ট উচ্চতায় রহিয়াছে ছাদ। বাতাস চলাচলের জন্য রহিয়াছে হাই উইন্ডো। নৌকাগুলি আবার মাত্র ২ ফুট গভীর পানিতেই চলাচল উপযোগী। একটি নৌকার ক্লাসরুমে ৪টি শিফটে প্রায় ১২০ জন ছাত্রছাত্রী পড়ালেখা করিতে পারে। সুতরাং ইহাকে অবহেলার চোখে দেখিবার সুযোগ নাই।

নৌকা স্কুলগুলির বড় সুবিধা হইল, নদীবিধৌত এলাকায় ইহা সহজেই প্রবেশ করিতে পারে। ইহা ভ্রাম্যমাণ স্কুলই বটে। ফলে স্কুল যখন কোমলমতি ছাত্রছাত্রীদের দ্বারে দ্বারে চলিয়া যায়, তখন পড়াশোনা করাটা অধিকতর সহজ হয়। তাহাছাড়া ইহার পরিবেশ অত্যন্ত প্রাকৃতিক ও সুন্দর। মনোরম এই পরিবেশ শিশু-কিশোরদের জন্য চিত্তাকর্ষক। ইহা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ঝরিয়া পড়া শিশুদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য রোল মডেল হিসাবে বিবেচিত হইতে পারে। বিলপাড়ের পিছাইয়া পড়া শিশুরা যদি উন্নত ও আধুনিক চাষাবাদ, নদী ও পরিবেশগত ধারণা, কৃষক ও জমির স্বাস্থ্য রক্ষা, সার ও কীটনাশকের সঠিক ব্যবহার, নারীর অধিকার, মানবাধিকার এবং কম্পিউটার-মোবাইল ও অন্যান্য প্রযুক্তিগত শিক্ষা পায়, তাহা হইলে বাংলাদেশের বর্তমান চেহারাই একদিন বদলাইয়া যাইবে।

উন্নত শিক্ষার মাধ্যমে বাংলাদেশের বহুমুখী উন্নতি সম্ভব। দারিদ্র্যপীড়িত ও পশ্চাদপদ জনপদে যদি শিক্ষার আলো বিচ্ছুরিত হয়, তাহা হইলে আমরা দেশের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের আশা করিতে পারি। ভৌগোলিক অবস্থাগত কারণে বাংলাদেশে বর্ষা মৌসুমে অনেক সমভূমি এলাকাও পানিতে নিমজ্জিত থাকে। ইহাছাড়া বাংলাদেশের ১৯টি জেলা নিম্নাঞ্চল। এইগুলি বিল-হাওর-বাঁওড় দ্বারা পরিবেষ্টিত। নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নিম্নাঞ্চল লইয়া গঠিত বাংলাদেশের ভাটি অঞ্চল। এইসব এলাকার দুর্গম অঞ্চলে নৌকা স্কুলের প্রবর্তন করা যাইতে পারে। নৌকা যানে গড়িয়া উঠিতে পারে পৃথক ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি। শুধু শিশুদের জন্যই নয়, ইহার মাধ্যমে বয়স্ক মানুষদের জন্যও শিক্ষা কার্যক্রম হাতে নেওয়া যাইতে পারে। নৌকায় ভ্রাম্যমাণ স্কুল কিংবা লাইব্রেরি ব্যতিক্রমী উদ্যোগ এবং এ ধরনের উদ্যোগকে আমরা স্বাগত জানাই।